ঈমান মজবুত করা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

ঈমান মজবুত করা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

ঈমান মজবুত করা

প্রথম সংস্করণ। 4 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটিতে ইসলামের প্রতি নিজের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার কিছু উপায় আলোচনা করা হয়েছে যাতে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখন একজন মুসলমান এই পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং বাস্তবায়িত করে তখন এটি মহৎ চরিত্রের দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ঈমান মজবুত করা

ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা

করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং গুনাহ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সুন্দর নামের উপর আমল করা

সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জানা মানে শুধু মুখস্থ করা নয়। এটি আসলে তাদের অধ্যয়ন করা এবং একজনের মর্যাদা এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ করার অর্থ। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই একই বৈশিষ্ট্য অন্যদের যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

যখন সৃষ্টির উল্লেখে ব্যবহার করা হয় করুণাময় মানে কোমল হৃদয় এবং করুণাময়। একইভাবে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সমস্ত ক্ষমাশীল। আর অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

সুতরাং মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী মুসলমানরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে প্রথমে ঐশী গুণাবলী ও নামের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপর তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের চরিত্রে নামের অর্থকে কর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

একটি বিনামূল্যের পৃথক সংক্ষিপ্ত বই শিরোনাম: আল্লাহর সুন্দর নাম (SWT) তৈরি করা হয়েছে যা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং নিম্নলিখিত লিঙ্কটি ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a8bcb612-2d96-4255-bbf8-45cf98208d44

এই স্বর্গীয় নাম এবং গুণাবলীর উপর নিজের স্তর অনুসারে কাজ করা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং তাই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত

থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

পবিত্র কুরআনের উপর চিন্তা ও আমল করা

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের উপর চিন্তা করে সে সর্বদা এর বিজ্ঞানগুলি থেকে উপকৃত হবে যা ফলস্বরূপ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। অধ্যায় 8 আল আনফাল, আয়াত 2:

"... এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে..."

যে কেউ এর বিষয়বস্তু এবং রচনার উপর চিন্তা করবে সে লক্ষ্য করবে যে প্রতিটি অংশ কীভাবে অন্যান্য অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কীভাবে এতে কোন অসঙ্গতি বা অসঙ্গতি নেই এবং তারা সত্যই বুঝতে পারবে যে এটি সর্বজ্ঞানী, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাজিল করেছেন। এটা অন্য কোন মানবজাতির থেকে হলে এতে মিথ্যার উপাদানের পাশাপাশি দ্বন্দ্বও পাওয়া যেত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 82:

“তাহলে কি তারা কুরআনে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।"

মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার অর্থ সাবধানতার সাথে চিন্তা করা, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে

মনোযোগ ও সময় দেওয়া, এর বক্তৃতা এবং তাদের ব্যবহারিক প্রভাব নিয়ে চিন্তা করা। এর মাধ্যমে জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং এই সত্য জ্ঞানের উপর আমল করার ফলে সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয় এবং ঈমান মজবুত হয়। এই চিন্তার মাধ্যমে একজন মুসলিম তাদের প্রভু এবং তাঁর নিখুঁত গুণাবলীকে চিনতে পারবে, যা তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে। তারা সেই পথ শিখবে যা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যায়, যারা এই পথে চলে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জন্য সংরক্ষিত অপার করুণা। এই চিন্তার মাধ্যমে তারা তাদের শত্রুদেরকে চিনতে পারবে, অর্থাৎ শয়তান, তাদের অন্তর্নিহিত এবং বিপথগামী মানুষ। তারা উভয় জগতের শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ, যারা এই বিপথগামী পথে চলে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতি পর্যবেক্ষণ করবে। তারা এই বিপদকে যত বেশি চিনবে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য তত বেশি হবে।

একজন মুসলমান যত বেশি পবিত্র কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে তাদের ঈমান, জ্ঞান ও কর্ম ততই বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই মহান আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ঐশী ওহীর উদ্দেশ্য। অধ্যায় 38 দুঃখজনক, শ্লোক 29:

"[এটি] একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতসমূহের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের উপর আমল করা

তাঁর মহৎ নৈতিকতা ও আচার-আচরণ জানা ও আমল করা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীকৃতির দিকে নিয়ে যায়। যে তাকে চিনতে পারে সে কখনই তার ঐতিহ্য এবং তার কাছে প্রেরিত সত্য সম্পর্কে সন্দেহ করবে না। এটি একজন মুসলিমকে তার প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতা অবলম্বন করতে পরিচালিত করে। সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা । এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মাদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

সৃষ্টির উপর চিন্তা

একজন মুসলমানের জন্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সতর্ক হওয়া এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এমন বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলমান অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনাই না হলেও, তাদের কাছে যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বোঝা উচিত যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের

চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে এবং বিভিন্ন সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা করা তার ঈমানকে মজবুত করে। কারণ সৃষ্টির মাহাত্ম্য স্রষ্টার মহত্ত্ব নির্দেশ করে। সূর্য ও চন্দ্রের মতো সৃষ্টির নিখুঁত সামঞ্জস্য, মহান আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নির্দেশ করে। মানুষকে পরিবেষ্টিত অঢেল নিয়ামত মহান আল্লাহর রহমতকে নির্দেশ করে। এই সমস্ত বিষয় এবং আরও অনেক কিছু একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহকে মহিমান্বিত করতে, তাঁর প্রশংসা করতে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে পরিচালিত করে। সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ

বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তার প্রভুর সমগ্র সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়োজন নিয়ে চিন্তা করা একজন মুসলিমকে নম্রভাবে তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করতে পরিচালিত করে। এটি একজন মুসলিমকে তাদের চাহিদা জমা দিতে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করতে উত্সাহিত করে।

ইতিহাসের এক সময়ে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে পৃথিবী আসলে মহাবিশ্ব নামক একটি বিশাল সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র। মুসলমানদের জন্য এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে, যেমন মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর আস্থা। যখন একজন মুসলমান সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মহান আল্লাহর সাহায্য নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন তাদের উচিত মহাবিশ্বের আকার এবং এতে কত প্রাণী রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করা। পৃথিবী একটি সৌরজগতের একটি একক গ্রহ যা অনেকগুলি গ্রহ এবং একটি নক্ষত্র দ্বারা গঠিত। অনেক সৌরজগৎ একটি গ্যালাক্সি তৈরি করে। অনেক গ্যালাক্সি মিলে মহাবিশ্ব গঠিত। একজন মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কোন অংশীদার বা সাহায্য ছাড়াই মহান আল্লাহ তায়ালা টিকিয়ে রেখেছেন। যখন একজন মুসলমান এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, মহান আল্লাহ যদি সমগ্র মহাবিশ্বকে কোনো কিছু বঞ্চিত না করে বা সমন্বয়হীন হয়ে টিকিয়ে রাখতে পারেন তবে তিনি তাদের সমস্যা ও অসুবিধারও যত্ন নিতে পারেন।

বিধান এমন একটি জিনিস যা লোকেরা প্রায়শই চাপ দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এই চাপ তাদের বেআইনি উত্স থেকে বিধান খোঁজার জন্যও প্ররোচিত করে। যখনই একজন মুসলমান এই চাপের সম্মুখীন হয় তখনই তাদের উচিত মহাবিশ্ব এবং অগণিত সৃষ্টির প্রতি চিন্তাভাবনা করা যার জন্য মহান আল্লাহ ক্রমাগত বিধান প্রদান করেন। যদি তিনি এটি করেন তবে কেন সন্দেহ করা উচিত যে তিনি এমন একজন ব্যক্তির জন্য রিজিক প্রদান করবেন না যার শুধুমাত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন? সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় একধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং এই তথ্যগুলো মূল্যায়ন করা হল মানসিক চাপ দূর করার এবং মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাকে শক্তিশালী করার একটি চমৎকার উপায়।

পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে শিক্ষা পাওয়া যায়, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টিকে নিরবচ্ছিন্ন রিযিক প্রদানের। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 60:

"এবং কত প্রাণী তার [নিজের] রিযিক বহন করে না। আল্লাহ তার জন্য এবং আপনার জন্য রিজিক করেন..."

কিন্তু এই শিক্ষার সত্যতা মহাবিশ্বের মতো সৃষ্টিতেও পাওয়া যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 190:

"নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।"

অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথমে ঐশী কিতাবের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর আমল করা এবং তারপর সৃষ্টির উপর চিন্তা করা। এটি একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা করা

কোন প্রাণীই মহান আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহ থেকে মুক্ত নয় এবং সেগুলি নিয়ে চিন্তা করা তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। বিশ্বাস একজনকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উত্সাহিত করে, যা তার বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে। এটি ঘটে কারণ সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার মধ্যে প্রতিটি আশীর্বাদকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই সত্যিকারের আনুগত্যের সারমর্ম যা তার প্রতি একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। একজন মুসলিম যত বেশি কৃতজ্ঞ হবে তারা তত বেশি আশীর্বাদ পাবে যা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

সত্যই মহান আল্লাহকে স্মরণ করা

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায় তাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এই দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলভাবে আল্লাহকে যতটা সম্ভব স্মরণ করতে পারে। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা

ইসলাম মহৎ, উত্তম ও পবিত্র। এর বিশ্বাস সঠিক এবং সবচেয়ে উপকারী। এটি যে নৈতিকতা এবং আচরণ প্রচার করে তা সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর। এটি যে ক্রিয়া এবং বক্তৃতাকে উত্সাহিত করে তা সমস্ত সৃষ্টির জন্য সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া হাদিসটিতে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শের উপর কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ এটিই একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অন্তরে ঈমানকে সুশোভিত করেন এবং তা তাদের কাছে প্রিয় করে তোলেন। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 7:

"...কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা আনন্দদায়ক করেছেন এবং কুফর, অবাধ্যতা ও অবাধ্যতাকে তোমাদের জন্য ঘৃণ্য করেছেন। তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

এই ভালবাসা একজনকে আন্তরিকতার মাধ্যমে এবং বাহ্যিকভাবে এমন কর্মের মাধ্যমে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, উভয়ই নিজেকে অভ্যন্তরীণভাবে সাজাতে পরিচালিত করে।

বিশ্বাসের উৎকর্ষে পৌঁছানোর চেষ্টা করা

সহীহ মুসলিমে 99 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, যার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

" যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত ..."

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কার সেই মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে। যেমন শ্রেষ্ঠত্ব মানে একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর , 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ধাবিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের ভিত্তি, নম্বর 1। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করবে তার ঈমান ততই মজবুত হবে যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে। এই ব্যক্তির আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে এই মনোভাব একজনকে পাপ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। বস্তুজগতের এবং

শুধুমাত্র একাকী রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

সৃষ্টির প্রতি আন্তরিকতা

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টির প্রতি আন্তরিকতা ও দয়া ঈমানকে শক্তিশালী করে। এটি সহীহ মুসলিম নম্বর 196 প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে , যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর

দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"...আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। এটি সহীহ বুখারি, 13 নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান যদি এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস থেকে হারিয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয় তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ

একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলমান অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এমনকি যদি একজন

মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া ঈমানকে শক্তিশালী হতে বাধা দেয়।

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে অন্যান্য কারণে যেমন জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং তারা একটি কেন্দ্রীয় আসনের আকাঙ্ক্ষার কারণে একদিকের আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়ে গেল, মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দিলেন এবং এইভাবে তারা এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলিমদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে যদিও বছরের পর বছর ধরে উপদেষ্টার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঈমানের বিরোধিতাকারী বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা

কুফরের শাখা-প্রশাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেমন ভন্ডামি ও পাপ বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ঈমানকে প্রত্যক্ষভাবে মজবুত করে এমন বিষয়ের উপর আমল করা যেমন প্রয়োজন তেমনি ঈমানকে দুর্বল করে এমন বিষয়ের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা আবশ্যক। এর মধ্যে রয়েছে পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

একজন মুসলমানকে অবশ্যই জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে ধর্মের সন্দেহের মোকাবিলা করতে হবে এবং বিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষার সাথে মূল আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। কারণ সত্যিকারের সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র মূল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং তাদের বিরোধিতা করেই সত্যিকার অর্থে আসতে পারে। যখন একজন মুসলিম সন্দেহ ও ভিত্তির আকাঙ্ক্ষার শিকার হওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে তখন তাদের ঈমান দৃঢ় ও পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের অবশ্যই অবিচল থাকতে হবে যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভিতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস

এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলিম এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র প্রদান করা হয় যাকে পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

উপসংহার

সকল মুসলমানেরই ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে

গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod
শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf
https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe